আত-তাহাকুম ইলাত-ত্বাগুত

Salih Ibrahim

<u>মূল লেখক:</u>

শাইখুল মুজাহিদ আবু আলী
আল আনবারী (تَقَبَّلَهُ اللهُ)

আলোচনা করেছেন:
মাহির মিশাল আল হিন্দ

সম্পাদনা:
সালিহ ইব্রাহীম

তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া প্রসঙ্গে শাইখুল মুজাহিদ আবু আলী আনবারী (تَقَبَّلَهُ اللهُ) এর লিখিত কিতাব "আনুগত্যের শিরক" অবলম্বনে কিছু মাসাইল সম্পর্কে ধারাবাহিক পর্ব আকারে আলোকপাত করা হবে…

পর্ব-১:

🔷 তাগুতের কাছে তাহাকুম করা (বিচার চাওয়া) কুফরি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তাকে অমান্য করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়”। [সূরা নিসা: ৬০]

➖ আয়াতের শানে নুযুল বা আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট:

এক আনসারী লোক ও এক ইহুদির মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হলো, অতপর ইহুদি বললো: চলো মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন। আনসারী লোক বললো: না, বরং কাব বিন আশরাফ ফায়সালা করবে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়।

সাহাবি ইবনু আব্বাস (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) বলেন,

"তাগূত হলো কাব বিন আশরাফ নামক এক ইয়াহুদ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট বিচার ফায়সালা চাইতে বলা হলে কিছু মানুষ বলতো তারা কাব বিন আশরাফের নিকট বিচার ফায়সালার জন্য যাবে। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেন, ‘তারা তাগূতের নিকট বিচার প্রার্থনা করে।’”

[তাফসিরে তাবারি: ৮/৫১১]

➖ ফায়দা:

১. আলোচ্চ আয়াতে মহান আল্লাহ কাব বিন আশরাফকে তাগুত বলেছেন, কারণ সে আল্লাহর বিধান ব্যাতীত বিচার ফায়সালা করতো। এ আয়াত

দ্বারা প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহর বিধান ব্যাতীত বিচার-ফায়সালা করে তারা তাগুত।
আরেকটি বষয় হলো, কাব বিন আশরাফের কাছে বর্তমানকালের তাগুত শাসকদের মতো বিশালাকার কুফরি আদালত ও আইন প্রয়োগকারী সশস্ত্র বাহিনী ছিলো না। তারপরও কাব বিন আশরাফকে তাগুত বলা হয়েছে। কাজেই যে আল্লাহর বিধান ব্যাতীত কোন কুফরি আইন দ্বারা বিচার ফায়সলা করে সেই তাগুত, হতে পারে সে সমাজের কোন এক সাধারণ মাতাব্বর বা তাগুতী আদালতের বিশিষ্ট একজন আইনজীবি।

২. উক্ত আয়াতে যারা তাগুতের কাছে বিচার চায় তাদের ইমানকে আল্লাহ তাআলা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া কুফরি।

৩. তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া কুফরি; চাই সেটা দারুল ইসলামে হোক কিংবা দারুল হারবে হোক। চাই ইসলামী বিচারালয় বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।

▍জরুরতের কারণে আত তাহাকুম ইলাত ত্বগূতের বিধান*:*

শাইখুল আল্লামাহ আলী ইবনু খুদাইর আল খুদাইর [فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ]

▍আনুগত্যের শিরক (Shirk al-Ṭāʿah) সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন:

আজকাল অধিকাংশ আহলুল ইসলাম আল্লহর শরিয়াহর পরিবর্তে ভিন্ন আইন অনুযায়ী বিচার চাচ্ছে। তারা এমন বিচারালয়ে যাচ্ছে যেখানে ফরাসি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য আইন অনুযায়ী বিচার করা হয়, যদিও কিছু ইসলামী বিধান যেমন: তালাক ও মিরাস সংক্রান্ত, সেগুলোও আংশিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। তাহলে, এটি কি ‘আনুগত্যের শিরক’ হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর:

“না, এটি হলো আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ ছাড়া অন্য কারো প্রতি বিচার চাওয়ার শিরক

(শিরকুত-তাহাকুম)। কারণ এতে দ্বন্দ্বযুক্ত দুই পক্ষের মাঝে মীমাংসার জন্য বিচার করা হয়।

আর ‘আনুগত্যের শিরক’ বলতে বোঝায়—এমন ব্যক্তিকে অনুসরণ করা, যে কোনো সাধারণ বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ জারি করে যা স্পষ্টভাবে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শরিয়াহর বিরোধী।”

📕[আস সালাফিয়্যুন ফোরামে প্রশ্নোত্তর নং—৩৬]

প্রশ্ন: এই আদালতগুলো সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব কী, যেগুলো বর্তমানে আমাদের অধিকাংশ পরিস্থিতিতে শাসন করছে? মনে রাখতে হবে, কিছু লোকেরা যারা নিজেদের কে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করে তারা এসব আদালতের শারঈ অবৈধতা সম্পর্কে জানে, তবুও তারা অন্য কোথাও ন্যায়বিচার পেতে অক্ষম। অনুগ্রহ করে আমাদের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

▌উত্তর:

এসব আদালত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, এগুলোর প্রতি কুফরী পোষণ করা, ঘৃণা করা, শত্রুতা

প্রকাশ করা এবং এদের বিচারকদের ও সংশ্লিষ্টদেরকে কাফির গণ্য করা ফরদ্ব।

আল্লাহ جل وعلا বলেন,

(وَ اِذۡ قَالَ اِبۡرٰهِيۡمُ لِاَبِيۡهِ وَ قَوۡمِهٖۤ اِنَّنِیۡ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُوۡنَ)(اِلَّا الَّذِیۡ فَطَرَنِیۡ فَاِنَّهٗ سَيَهۡدِيۡنِ)

“আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম বললেন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে, ‘নিশ্চয়ই আমি বিমুক্ত তাদের থেকে যাদের তোমরা উপাসনা করো, সেই সত্তা ব্যতীত যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই তিনিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।”
[আয যুখরুফ: ২৬-২৭]

তিনি ﷻ আরও বলেন,

(قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِیۡۤ اِبۡرٰهِيۡمَ وَ الَّذِيۡنَ مَعَهٗ ۚ اِذۡ قَالُوۡا لِقَوۡمِهِمۡ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنۡكُمۡ وَ مِمَّا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَ بَدَا بَيۡنَنَا وَ بَيۡنَكُمُ الۡعَدَاوَةُ وَ الۡبَغۡضَآءُ اَبَدًا حَتّٰی تُؤۡمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَحۡدَهٗۤ)

“তোমাদের জন্য ইব্রাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, ‘আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করো তাদের থেকেও সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম এবং আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকাল বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ না তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনো।’” [আল-মুমতাহিনাহ: ৪]

এসব আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা কখনোই বৈধ নয়, কারণ এটি ত্বাগূতের কাছে বিচার চাওয়ার নামান্তর, যা আল্লাহ رب العالمين স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ ﷻ বলেন:

)أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا ,إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ(

“আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, তারা ঈমান এনেছে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, অথচ তারা চায় ত্বগূতের কাছে বিচার নিতে—অথচ তাদের আদেশ করা হয়েছিলো যাতে তারা তাকে অস্বীকার করে?” [আন-নিসা: ৬০]

সবচেয়ে বড়জোর বলা যেতে পারে যে, তোমরা একপ্রকার ‘দ্বরুরত’ বা সংকটে পড়েছো।
কিন্তু মনে রেখো- দ্বরুরত শিরককে বৈধতা প্রদান করে না।

শুধুমাত্র এমন শিরক, যা কারো ওপর ইকরাহ বা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তার অন্তর ঈমানে সুদৃঢ় থাকে- তবেই তা ক্ষমাযোগ্য। আল্লাহ تبارك وتعالى বলেন,

مَنۡ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنۡۢ بَعۡدِ اِيۡمَانِهٖۤ اِلَّا مَنۡ اُكۡرِهَ وَ قَلۡبُهٗ مُطۡمَئِنٌّۢ بِالۡاِيۡمَانِ وَ لٰكِنۡ مَّنۡ شَرَحَ بِالۡكُفۡرِ صَدۡرًا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ

“যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরী করে- তবে যে বাধ্য (ইকরাহ) হয় এবং তার হৃদয় ঈমানের সঙ্গে প্রশান্ত থাকে, তার জন্য নয়- কিন্তু যারা নিজেরা কুফরীতে সন্তুষ্ট থাকে, তাদের উপর আল্লাহর ﷻ ক্রোধ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।”
[আন-নাহল: ১০৬]

যদি সম্পদের ক্ষতি শিরক বৈধ করার অজুহাত হতো, তবে সাহাবাগণ তাদের ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি ত্যাগ করতেন না এবং আল্লাহর ﷻ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরাহ করে একনিষ্ঠ তাওহীদ ও ইব্রাহিমের মিল্লাত বাস্তবায়ন করতেন না।

এ প্রসঙ্গে কিছু দলিল উল্লেখ করা হলো:

আল্লাহ ﷻ বলেন,
والفتنة أكبر من القتل

“আর ফিতনাহ (কুফর ও শিরক) হত্যা অপেক্ষাও বড়।”
[আল-বাকারা: ১৯১]

এবং,
والفتنة أشد من القتل

“ফিতনাহ (কুফর ও শিরক) তো হত্যার চেয়েও গুরুতর।”
[আল-বাকারা: ২১৭]

ইমাম ইবনু কাসির তার তাফসীরে লিখেছেন—قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس الشرك أشد من القتل.

আবূল ‘আলিয়া, মুজাহিদ, সাঈদ ইবন যুবাইর, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, দাহহাক ও রাবী ইবন আনাস—সকলেই বলেছেন, “এই ফিতনা বলতে শিরককেই বোঝানো হয়েছে, যা হত্যার চাইতেও নিকৃষ্ট।”

শাইখ ইবনু সাহমান বলেন,

الفتنة هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتا يحكم بخلاف شريعة الإسلام

“ফিতনাহ মানেই কুফর। যদি মরুভূমির বেদুইন ও শহুরে জনগণ একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও তা অধিক সহনীয় হবে সেই তুলনায় যে, তারা আল্লাহর ﷻ শরীয়াহ বাদ দিয়ে শাসনকারী ত্বাগূতকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে।”
[আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ]

শাইখ হামাদ ইবনু আতিক, যারা কুফরে ‘দ্বরুরত’কে ‘ইকরাহ’-এর মতো মনে করে, তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলেন—

আল্লাহর ﷻ বাণী:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ

“কিন্তু যে নিরুপায় হয়ে পড়ে, অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে- তাহলে তার জন্য কোনো গুনাহ নেই।”
[আল-বাকারা: ১৭৩]

তিনি ব্যাখ্যা করেন,

فشرط بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناول باغيا ولا عاديا والفرق بين الحالتين لا يخفى وقال: وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا ؟ وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوك عند خوف العنت وعدم الطول فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا

“ক্ষতি সংঘটিত হওয়ার পরও আল্লাহ শর্ত রেখেছেন ব্যক্তিটি যেন অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়। এরপর বলেন,

“জরুরতবশত মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি থেকে কি বুঝা যায়, যে কেউ ইচ্ছায় রিদ্দাহ করতে বা মুরতাদ হতে পারবে? এটা এমনই যেমন কেউ বলবে- আপনি আপনার বোন বা কন্যাকে বিয়ে করতে পারেন, কারণ দাসীকে বিয়ে করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে অভাব ও লজ্জার ভয়ে। বরং, এতো এমন এক কু-উপমা যা সেইসব লোকের থেকেও খারাপ, যারা বলেছিল- ‘ব্যবসা বাণিজ্য তো সুদের মতোই।’”
[হাদিয়্যাহ আত-তারীক, পৃষ্ঠা ১৫১]

আল্লাহ تبارك وتعالى আরও বলেন:

قُلۡ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الۡفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الۡاِثۡمَ وَ الۡبَغۡیَ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ وَ اَنۡ تُشۡرِکُوۡا بِاللّٰهِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِهٖ سُلۡطٰنًا وَّ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

“বলুন, নিশ্চয় আমার রাব্ব ﷻ হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালংঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ ﷻ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।”
[আল-আ‘রাফ: ৩৩]

এছাড়াও:

فَمَنِ اضۡطُرَّ غَیۡرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَیۡهِ

“যে নিরুপায় অবস্থায় পড়ে, কিন্তু অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়- তার জন্য কোনো গুনাহ নেই।”
[আল-বাকারা: ১৭৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (মাজমূউল ফাতাওয়া, ১৪/৪৭৬) এ বলেন,

إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شئ من المصلحة

“শিরক, আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা এবং যুলম- এই চারটির মধ্যে কোনো মাসলাহাত (কল্যাণ) নেই।”

তিনি আরও বলেন,

إن إخلاص الدين لله والعدل واجب مطلقا في كل حال وفي كل شرع

“আল্লাহর প্রতি ইখলাস এবং আদল বা ন্যায়বিচার- এই দুটি সর্বদা ও সব শারীয়াহ তে অপরিহার্য।”

মাজমূউল ফাতাওয়া (১৪/৪৭৭) তে তিনি বলেন:

وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شئ وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم

“যা প্রত্যেক মানুষের জন্য সব পরিস্থিতিতে হারাম- তা কোনো অবস্থাতেই হালাল হয় না। যেমন: অশ্লীলতা, যুলম, শিরক এবং আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে না জেনে কথা বলা।”

আরও বলেন:
[১৪/৪৭০-৪৭১]

إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا لضرورة ولا غير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض ، وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية.

“কিছু হারাম বিষয় রয়েছে, যেগুলোর হারাম হওয়া শারীয়াহ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত- তা হোক জরুরতে বা অন্য কোনো অবস্থায় বৈধ হয়ে যায় না।

যেমন: শিরক, অশ্লীলতা, আল্লাহ ﷻ সম্পর্কে না জেনে বলা, নিখাদ যুলম। এগুলোই সেই চারটি বিষয়, যেগুলো আল্লাহ বলেন: ‘বলুন, আমার রব হারাম করেছেন…’ ইত্যাদি। এসব প্রতিটি শারীয়াহ তে নিষিদ্ধ। সকল নবী-রাসূলই এসেছেন এগুলোর নিষিদ্ধতা প্রচার করে। আল্লাহ ﷻ কখনোই এসবকে কোনো অবস্থায় হালাল করেননি। এজন্যই এগুলো মাক্কি অবতীর্ণ সূরায় উল্লেখ হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন [১৪/৪৭৪],

أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله

“একজন ব্যক্তি নিজের জন্য যেটা হারাম তা- এই অজুহাতে করতে পারে না যে, এতে সে আল্লাহর ﷻ কোনো আদেশ পালনে অন্যকে সহায়তা করবে।” এছাড়াও, সীরাতে উল্লেখ আছে যে- মুসলিমরা তিন বছর ধরে ‘শিআবে আবি তালিব’-এ অবরুদ্ধ ছিলেন। হাবশার দিকে হিজরাহ এবং কুরাঈশের প্রলোভনমূলক প্রস্তাব- সবই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। তবুও রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো শিরক বা কুফর করেননি।

📕[আস সালাফিয়্যুন ফোরামে প্রশ্নোত্তর নং—৩৭]

<u>পর্ব-২</u>

🔹 তাহাকুম কি**?**

তাহাকুম সংক্রান্ত মাসায়েল বুঝার জন্য অর্থাৎ, কোনটি তাহাকুম আর কোনটি তাহাকুম নয় তা বুঝার জন্য তাহাকুমের সংজ্ঞা বুঝতে হবে।

তাহাকুম অর্থ***:*** বিচার চাওয়া, মামলা করা, দুজনের মধ্যকার বিবাদ মিমাংসার জন্য কাউকে বিচারক মানা।

আরবি ডিকশনারিসমূহে আছে:

تحاكم : تحكيم شخصين لطرف آخر
দুইজন লোক তৃতীয় পক্ষকে (কোন বিবাদ মিমাংসার জন্য) বিচারক বানানোকে তাহাকুম বলে।

আরবিতে বলা হয়:

تحاكم الطرفان إلى فلان : التجآ إليه ورفع الأمر إليه ليقضي بينهما القاضي

অর্থাৎ, দুই পক্ষ কাজির কাছে সমস্যাটি নিয়ে গেলো যেন সে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়।

আরবি গ্রামার অনুযায়ী « تحاكم - তাহাকুম » শব্দটি “বাবুত তাফাউল” থেকে এসেছে। আর এই বাবের বৈশিষ্ট্য হলো- দুই পক্ষ মিলে কোন কাজ করা বুঝানো। যেমন: « تقاتل - দুই পক্ষের যুদ্ধ », « تشاجر - দুই পক্ষের বিবাদ » ইত্যাদি।

উপরে বর্ণিত সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের শানে নুযুলেও এসেছে- এক আনসারী লোক ও এক ইহুদির মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হলো, অতপর ইহুদি বললো: চলো মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দিবেন। আনসারী লোক বললো: না বরং কাব বিন আশরাফ ফায়সালা করবে।

লক্ষ্য করুন, এখানে দুজন লোক তৃতীয় পক্ষকে বিচারক বানানোর অর্থে ‘তাহাকুম’ শব্দটি এসেছে।

•

তাগুতের কাছে তাহাকুমের রুকন ৩ টি:

১- তাগুত বিচারক
২- বাদী পক্ষ
৩- বিবাদী পক্ষ

এই ৩টি পাওয়া গেলে এটি ‘কুফরি তাহাকুম’ হবে।

এই কুফরি তাহাকুমে:

বাদী পক্ষ অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে, কারণ সে তাগুতের কাছে তাহাকুম করেছে,
বিবাদী পক্ষ যদি তাগুতকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয়, তবে সেও কাফির হয়ে যাবে,

বিবাদী পক্ষ যদি তাগুতকে বিচারক হিসেবে না মানে, শুধু নিজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডত করার জন্য আসে, তবে সে কাফির হবে না।

<u>পর্ব-৩</u>

- কোনটি তাহাকুম আর কোনটি তাহাকুম নয়**?**

তাগুতের কাছে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন ব্যতীত নিজের হারানো বা ছিনতাইকৃত সম্পদ উদ্ধারে তাগুতের সহায়তা নেওয়া কি জাঈয? এটি কি তাহাকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর:
অনন্যপায় হয়ে হারানো বা ছিনতাইকৃত সম্পদ উদ্ধারের জন্য তাগুতের সাহায্য নেওয়া জাঈয, তবে শর্ত হলো তাগুতের কাছে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না। মামলা করলে তাগুতের কাছে বিচার চাওয়া হবে, অর্থাৎ, তাহাকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা স্পষ্ট কুফরি।

এ বিষয়ে শাইখুল মুজাহিদ আবু আলী আল আনবারী (تَقَبَّلَهُ اللَّهُ) বলেন:

« ج - مستجير بهم لاسترداد بعض الحقوق التي لا سبيل إلى استعادتها إلا بالاستعانة بالطواغيت على ألا يكون فيها إقامة دعوى ضد أحد، لأن إقامة الدعوى تحول المسئلة من الاستجارة إلى التحاكم الذي نهانا الشارع الحكيم عنه . فمن ضيع ابنا أو خطف منه أو سرقت سيارته أو ماله يجوز أن يستجير بهؤلاء ليعملوا على إعادة ما أخذ منه إليه ..»

“(তাহাকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন একটি সূরত হলো) তাগুতের কাছে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন ব্যাতীত শুধু নিজের অধিকারটুকু ফিরে পাওয়ার জন্য তাগুতের সাহায্য নেওয়া জাঈয, যদি তাগুতের সাহায্য ব্যতীত এটা সম্ভব না হয়। তবে শর্ত হলো, সে বাদী হতে পারবে না, অর্থাৎ, তাগুতের কাছে কারো বিরুদ্ধে মামলা বা অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে না, কেননা মামলা করতে গেলেই এটা সাহায্য নেওয়া থেকে বেরিয়ে তাহাকুমের (অর্থাৎ, তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যা স্পষ্টত কুফরি।

কাজেই কারো সন্তান হারিয়ে গেলে, বা কেউ ছিনতাই করে নিয়ে গেলে বা কারো গাড়ি চুরি হলে সে তা উদ্ধার করার জন্য তাগুতের সাহায্য নিতে পারবে, শর্ত হলো- ছিনতাইকারী বা চোরের বিরুদ্ধে তাগুতের কাছে মামলা দায়ের করবে না...

এর দৃষ্টান্ত হলো:

রাসূল ﷺ এর চাচা আবু তালিব মুশরিক হওয়া সত্তেও রাসূল ﷺ কে সাহায্য করতেন, প্রতিরক্ষা করতেন, কুরাঈশদের নিপিড়ন থেকে বাঁচাতেন। আর

রাসূল ﷺ কখনো এমন বলেন নি যে, আপনি মুশরিক, আপনার কোন সাহায্য সহায়তা আমি নিবো না, আপনার এসব করার দরকার নাই…”
[আনুগত্যের শিরক: ১৩৬ পৃষ্ঠা।]

•

লক্ষ্য করুন শাইখ (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) বলছেন:

তাগুতের কাছে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলে এটি তাহাকুম বলে গণ্য হবে। কিন্তু মামলা দায়ের না করে শুধু ছিনতাইকৃত বস্তু উদ্ধারের জন্য তাগুতের সাহায্য নিলে এটি তাহাকুম হবে না।

•

➖ রাসূল ﷺ তাঈফ থেকে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়ার পথে কুরাঈশদের থেকে নিরাপত্তার জন্য মুতয়াম বিন আদির কাছে আশ্রয় চেয়ে ছিলেন। মুতয়াম বিন আদি তার সন্তানদেরকে নিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাসূলকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিলেন। আবু জাহিল মুতয়ামকে জিজ্ঞেস করলো: তুমি কি শুধু তাকে আশ্রয় দিয়েছো, নাকি তার অনুসারী হয়ে গেছো? মুতয়াম বললেন, আমি আশ্রয় দিয়েছি। আবু জাহিল বললো, ‘তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম’।

তাছাড়া এখানে তাহাকুমের ৩টি রুকন পাওয়া গেছে কিনা দেখুন:

১- তাগুত বিচারক : পাওয়া গেছে,
২- বাদী পক্ষ : পাওয়া যায়নি, কারণ সে তো কেবল সহায্য চেয়েছে, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেনি,
৩- বিবাদি পক্ষ : পাওয়া যায়নি।

পর্ব-৪

🔹 নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তাগুতের কোর্টে যাওয়া ও যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করা কি তাহাকুমের অন্তর্ভুক্ত?

এ বিষয়ে শাইখ আল মুজাহিদ আবু আলী আল আনবারী (تَقَبَّلَهُ اللَّهُ) বলেন:

« وإما أنه حوكم إلى تلك المحاكم، أي أقيمت عليه دعوى من طرف في تلك المحاكم، فإن كان الذي أقام الدعوى في تلك المحاكم طالب حق، فعلى المسلم أن يرضخ للحق خارج

تلك المحاكم وبعيدا عنها وبدونها . وإن كان من أقام عليه الشكوى على باطل، فله أن يدفع عن نفسه خارج تلك المحاكم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وان ضطر إلى الحضور إلى تلك المحاكم فله والحال هذه أن يدفع عن نفسه ويدفع ما نسب إليه من افتراء، فلا يعد والحال هذه من المتحاكمين إلى المحاكم الطاغوتية، وقد استدعي إبراهيم ....»

“যদি এমন হয় যে, তাগুতের কোর্টে তাকে ডাকা হয়েছে বা তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কোন পক্ষ বাদি হয়ে মামলা করা হয়েছে, এমতাবস্থায় বাদি যদি হকদ্বার হয়ে থাকে তবে সে মুসলিম কোর্টে না গিয়ে তার হক তাকে বুঝিয়ে দিবে। আর যদি বাদিপক্ষ মিথ্যা দাবিদার হয়, তবে সে কোর্টে না গিয়ে যেভাবে পারে আত্মপক্ষ সমর্থন করে অভিযোগ খন্ডন করবে, এতে যদি সম্ভব না হয় এবং কোর্টে যাওয়াই লাগে তবে এমতাবস্থায় সে কোর্টে যেতে পারবে। এটা হলো মূলত আত্মপক্ষ সমর্থন ও মিথ্যা অভিযোগ খন্ডন করার নামান্তর। এমতাবস্থায় এটা তাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না।”

এর দৃষ্টান্ত হলো:

ইব্রাহীম عليه وسلم যখন শহরবাসীর মূর্তিগুলো ভেঙ্গে দিলেন, তখন তাকে শহরবাসীর বিচারালয়ে তলব করা হয়। তিনি বিচারালয়ে গিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন এবং তাদের ভ্রান্তি উন্মোচিত করলেন। আর স্পষ্টত তারা ছিলো মূর্তিপূজারী মুশরিক।

– ইউসূফ عليه وسلم কে আযীযের স্ত্রী ও শহুরে নারীদের অপবাদে কারাগারে যেতে হয়েছিলো। একসময় বাদশাহ তাকে কারাগার থেকে বের করার ফরমান জারি করলেন। তখন ইউসূফ عليه وسلم বললেন,

ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّٰتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

“বাদশাহ বলল: ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস করো তাকে ঐ মহিলার স্বরূপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল! আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন।”
[সূরা ইউসুফ: ৫০]

অতঃপর বাদশাহ আযীযের স্ত্রী ও শহুরে নারীদেরকে ডেকে পাঠালেন, ইউসুফ عليه وسلم তখন নির্দোষ প্রমাণিত হলো। আর স্পষ্টত সেই বাদশাহ ছিলো কাফির…”

[আনুগত্যের শিরক: ১৩৬ পৃষ্ঠা]

•

ফেরাউন মুসা عليه وسلم কে নিন্দা করে বলেছিলো:

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ ٱلَّتِى فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ

“তুমি তো যা অপরাধ করার তা করেছ, আর তুমি হলে অকৃতজ্ঞ”

জবাবে মূসা عليه وسلم বলেন:

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَأَنَا۠ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

“আমি সে অপরাধ করেছিলাম, যখন আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে

গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রসূল করেছেন।”
[সূরা শুয়ারা: ২০,২১,২২]

•

সাহাবীগণ যখন প্রথম বার হাবসায় (ইথিওপিয়া) হিজরত করেন, তখন বাদশাহ নাজ্জাসীর দরবারে মুশরিকরা সাহাবীগণের বিরুদ্ধে নালিশ করেছিলো। নাজ্জাসী সাহাবীগণকে তলব করলেন এবং উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনলেন। অতপর নাজ্জাশী সাহাবীগণের পক্ষে সমর্থন দিয়ে বললেন: ‘যাও তোমরা যেখানে ইচ্ছা, তোমরা এখানে নিরাপদ।’

•

এখানে লক্ষ্য করুন:
তাহাকুমের ৩টি রুকনই পাওয়া গেছে।

১- কাফির শাসক: নাজ্জাশী (পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন)
২- বাদী পক্ষ : মুশরিকরা
৩- বিবাদী পক্ষ : সাহাবীগণ

এখানেও এতে সাহাবীগণ তাগুতের কোর্টে গিয়ে কথা বলেছেন বলে কাফির হয়ে যাননি। কারণ এটা

তাহাকুম ছিলো না, তারা কেবল সত্যকে উপস্থাপন করেছেন।

- ইউসূফ عليه وسلم বিবাদী পক্ষ হয়ে আযীযে মিশরের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে বলেছেন : “সেই আমার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিল”

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُۥ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِىَ رَٰوَدَتْنِى عَن نَّفْسِىۚ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

“তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং মহিলাটি পিছন হতে (তাকে টেনে রুখতে গিয়ে) তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারা মহিলাটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলাটি বলল, ‘যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে, তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত কি দন্ড হতে পারে?’ সে (ইউসুফ) বলল, ‘সেই আমার কাছে

যৌন-মিলন কামনা করেছিল।’ মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, ‘যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।’”
[সূরা ইউসূফ: ২৫, ২৬, ২৭]

•

এখানে লক্ষ্য করুন :
তাহাকুমের ৩টি রুকনই পাওয়া গেছে।

১- কাফির শাসক : আযীযে মিশর
২- বাদী পক্ষ : আযীযে মিশরের স্ত্রী
৩- বিবাদী পক্ষ : ইউসূফ عليه وسلم

এখানে ইউসূফ (عليه وسلم) নিজের বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগ খন্ডন করেছেন। এটা তাহাকুম বলে গণ্য হবে না।
তাগুতের কোর্টে উপস্থিত হলেই বা তাগুতের কোর্টে গিয়ে কথা বললেই এটা তাহাকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং সে কাফির হয়ে যাবে, ব্যপারটি এমন নয়। বরং

তাহাকুম হলো, তার কাছে মামালা দায়ের করা বা তাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেওয়া।

আর কেউ ‘মুকরাহ’ হয়ে তাগুতের কাছে তাহাকুম করলে সে কাফির হবে না; কেননা, তার জন্য ‘রুখসত’ আছে।

অনুবাদক: আবু সাঈদ
প্রকাশনায়: মিডিয়া অফিস, উলায়াত নাইনাওয়া।